279129 - যে সনদপত্র অর্জনে কিছু পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করা হয়েছে, সেটা দিয়ে চাকুরি করার হুকুম

প্রশ্ন

ইতঃপূর্বে আপনাদেরকে (278157) নং ফতোয়ায় এমন সনদপত্র দিয়ে চাকুরি করার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যেটা অর্জনে কিছু অসদুপায় অবলম্বন করা হয়েছে। আপনারা আমাকে (26123) নম্বরে শাইখ আব্দুল করীম খুদাইরের ফতোয়ার সূত্র দিয়েছিলেন। আমি এই বিষয়ে অনেক ফতোয়া পড়েছি। কিছু আলেমকে বলতে দেখেছি: ব্যক্তি যদি অসদুপায় তথা নকল করার কাজ থেকে তাওবা করে এবং নিজে চাকুরিতে দক্ষ হয়, তাহলে সে ঐ সনদপত্র দিয়ে চাকুরিটা করতে পারবে। আমরা আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই: "অসদুপায় অবলম্বনের কারণে সনদপত্র বাতিল বা নষ্ট হয়ে যায়নি"-এই কথাটির দলীল কী এবং কোন কোন মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এই কথাটা বলা হয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

পরীক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বন করা হারাম। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি জালিয়াতি করে, সে আমার দলভুক্ত না।" [মুসলিম (১০২)]।

কেউ যদি এমনটা করে থাকে, তার উচিত আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওবা করা।

উক্ত সনদপত্র দিয়ে চাকুরি করতে সমস্যা নেই, যদি সে যথাযথভাবে কাজ করতে পারে। কারণ কোনো চাকুরিতে সনদপত্রকে শর্ত দেওয়ার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো: সনদধারী ঐ কাজের যোগ্য সেটা নিশ্চিত করা, এমনকি তা প্রবল ধারণার মাধ্যমে হলেও।

অথচ প্রত্যেক যে ব্যক্তি সনদপত্র দিতে বলে কিংবা সনদপত্র থাকার শর্ত করে, সেও জানে যে সনদপত্রধারীদের অনেকে তার চাকুরী করার যোগ্য নয়। কখনো হয়তো এমন হয়েছে যে সনদপত্র অর্জন করতে গিয়ে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন বা অনুরূপ কিছু করে ফেলেছে, যেটা প্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত ব্যাপার। কিন্তু, তদুপরি চাকুরির যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে সনদপত্রকে যথেষ্ট আলামত হিসেবে গ্রহণ করে। তারপর দেখে সে বাস্তবে কাজটি করতে পারে কিনা।

সে যদি তার বা তার সম পর্যায়ের লোকজনের কাছ থেকে কাজটা যেমন কাঙ্ক্ষিত, তেমনটা করতে সমর্থ হয়, তাহলে কাজের

জন্য প্রদত্ত শর্তরে উদ্দশ্যে পূরণ হলো।

সনদপত্র অর্জন করতে গয়িে তার জীবনে সীমালঙ্ঘন, অসদুপায় অবলম্বন বা অনুরূপ বষিয় সংঘটতি হয়ছে কনিা সগেুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করতে যাওয়া মানে নঃিসন্দহেে মানুষকে জটলিতায় ফলেে দয়ো এবং কাজরে যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সনদপত্র থাকার বষিয়টকিে কঠনি করে ফলো।

শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহুকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: একজন মানুষ একটা সনদপত্র দয়িে কাজ করে অথচ সে এটা অর্জনে অসদুপায় অবলম্বন করছে। বর্তমানে সে কাজটা খুব ভালো পারে যমেনটা তার অধস্তন ব্যক্তরিা সাক্ষ্য দয়ে। তার এই বতেনরে হুকুম কী? এটা কি হালাল; নাকি হারাম?

তনিি উত্তর দনে: "ইন শা আল্লাহ এতে কোনো সমস্যা নইে। সে যে অসদুপায় অবলম্বন করছে, সটো থকেে তাকে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে। সে যদি যথাযথভাবে কাজ করে থাকে, তাহলে উপার্জন করতে তার কোনো সমস্যা নইে। কন্তিু পূর্বে অসদুপায় অবলম্বন করে সে ভুল করছে। আল্লাহর কাছে তাকে এর জন্য তাওবা করতে হবে।" [মাজমূ ফাতাওয়া ইবনে বায (১৯/৩১)]।

এর সপক্ষে 'আধক্যি ববিচেয ও স্বল্পতা উপক্ষেতি' এই নয়িম দয়িে দলীল দয়ো যায়। তাই যে ব্যক্তি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করছে, আর যে ব্যক্তি জাল সনদপত্র নয়িে এসছে- এই দুইয়রে মাঝে পার্থক্য করা হয়।

চাকুরদিাতা প্রতষ্ঠিান যদি নর্দিষ্টি সনদপত্ররে শর্ত করে, যটো সে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনরে মাধ্যমে অর্জন করছে, তাহলে শর্ত পূরণ হয়ছে। সে যে পাপে জড়য়িছেলি, সটো ক্ষমা করা হবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে জাল সনদপত্র নয়িে এসছে, তার সনদপত্র ববিচেনা করা হবে না।

তার থকেে যভোবে কাজটা চাওয়া হয় কংিবা তার সমপর্যায়রে ব্যক্তরিা যভোবে কাজটা করে, সভোবে করার পাশাপাশি যদি তার দ্বারা সংঘটতি সীমালঙ্ঘন ও অসদুপায় অবলম্বন থকেে সে তাওবাহ করে থাকে, তাহলে এক্ষত্রেে তাকে ছাড় দয়োর দকিটি আরও বশেি শক্তশিালী হয়ে ওঠে। কারণ শরীয়তরে অন্যতম লক্ষ্য হলো তাওবাহকারীকে তাওবা করার কাজে সাহায্য করা এবং তাওবাহর আগে তার দ্বারা সংঘটতি সব কছিু ক্ষমা করে দওেয়া। আল্লাহ তায়ালা বলনে: 'যারা সুদ খায় তারা তাঁর ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এ জন্য যে তারা বলে, 'ক্রয়-বক্রিয় তো সুদরেই মত। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বক্রিয়কে হালাল করছেনে এবং সুদকে হারাম করছেনে। অতএব যার নকিট তার রবরে পক্ষ হতে উপদশে আসার পর সে বরিত হল, তাহলে অতীতে যা হয়ছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহর এখতয়িারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই আগুনরে অধবিাসী, সখোনে তারা স্থায়ী হবে।"(সূরা বাকারা: ২৭৫)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িয়া রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

“এ বধিান এমন প্রত্যকে ব্যক্তরি ক্ষত্রেে সাধারণ যার কাছে তার রবরে কাছ থকেে উপদশে এসছে,ে আল্লাহ অতীতরে বষিয়গুলো তার জন্যই দয়িে দয়িছেনে।

এটা যে মুসলমিরে অধকিার হসিবেে সাব্যস্ত হবে এর দলীল হলো এর পররে আয়াত: ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং যে সুদ অবশষ্টি রয়ছেে তা ছড়েে দাও।’’ আল্লাহ তাদরেকে অবশষ্টি সুদ ছড়েে দতিে বলছেনে। কন্তিু তারা আগে যা হস্তগত করছেলি, তা ফরিয়িে দতিে বলনেনে।ি সুতরাং প্রমাণতি হল যে সটো তাদরে জন্যই। এর সাথে: ‘তাহলে অতীতে যা হয়ছেে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহর এখতয়িার।ে’’ আল্লাহর এ কথা তো আছইে। আর আল্লাহ তার বান্দাদরে থকেে তাওবা কবুল করনে।ে

কউে যদি বলে: এটা কাফরেদরে সাথে খাস?

উত্তরে বলা হবে: কুরআনে এমন কছিু নইে যা দয়িে এর সপক্ষে প্রমাণ দয়ো যায়। আল্লাহ শুধু বলছেনে: ‘যার কাছে তার রবরে থকেে উপদশে আসার পর আসার পর সে বরিত হল, তাহলে অতীতে যা হয়ছেে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর এখতয়িার।ে’’ এ কথা মুসলমিকে অগ্রাধকিার ভত্তিতিে অন্তর্ভুক্ত করব...।

বরঞ্চ এটাও বলা যতেে পার:ে এ কথা ঐ ব্যক্তকিওে অন্তর্ভুক্ত করবে যে হারাম হওয়ার বষিয়টা জানত, তার কাছে তার রবরে পক্ষ থকেে উপদশে আসার পর সে বরিত হয়ছে।ে কারণ যে ব্যক্তি তাওবা করে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করনে।ে ফলে তার অতীতরে কর্মগুলো থকেওে না থাকার মতই। ‘তাহলে অতীতে যা হয়ছেে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর এখতয়িার’’ এ আয়াতটা তাকওে অন্তর্ভুক্ত করব।ে

এর পক্ষে দলীল হলো এর অব্যবহতি পরই আল্লাহর বক্তব্য: ‘হে মুমনিগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, আর সুদরে যা বকয়ো আছে তা ছড়েে দাও; যদি তোমরা মুমনি হও। অতঃপর যদি তোমরা না করো তবে আল্লাহ ও তার রাসূলরে পক্ষ থকেে যুদ্ধরে ঘোষণা নাও। আর যদি তোমরা তাওবা করো তাহলে তোমোদরে মূলধন তোমোদরেই।’’(সূরা বাকারা: ২৭৮-২৭৯)

তাওবা করার হুকুম: কাফরেকে যমেন অন্তর্ভুক্ত করে তমেনি পাপী মুসলমিকওে অন্তর্ভুক্ত কর।ে ...” [জামউেল মাসাইল (১/২৭১) এবং তৎপরবর্তী অংশ থকেে সমাপ্ত]।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।